Pashchimi
Anjali 2020
Pashchimi
Promoting Indian Culture and Heritage in the West

Table of Contents

Acknowledgments 6

Editorial 7

ফিরে দেখা 8

মাতৃবন্দনা 12

টক -ঝাল -মিষ্টি 14

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ভ্যাক্সিন দেহি, কোরোনা নাশি 15

বাথরুম 20

দশমী মন 22

আমি সূর্য খুঁজে বেড়াই 23

An Initiative in Support of the Girl Child 24

Life Is Fair… Actually! 26

Pandemic Travel and Bay Area Staycations 27

Valedictorian Speech, WhatsApp University, Class of 2020 29

Recipe Section: Kolkata-Style Mutton Biryani 31

Art Corner 37

Acknowledgments

Pashchimi is pleased to present Durga Puja 2020 and its annual publication, Anjali 2020. We would like to thank everyone who contributed to Anjali through poetry, prose, and art. We enjoyed reading them and hope that you enjoy the contributions as much as we did. We would also like to thank all participants of the cultural programs who will enthrall the audience this year through a virtual stage. Our goal is to keep our culture and heritage alive in the west, and your efforts have a major impact in realizing that goal.

Our sincere thanks to our sponsors whose monetary and moral support inspire us and keep us going. We would like to extend a special note of appreciation to all of our sponsors.

We would also like to thank our purohits. The five day long pujo would be impossible without their dedication and support. Not only do they perform the pujo with all the required rituals, they also take time and effort to explain the meanings to our devotees. Please join us in thanking our pujaris, Debashish Bandyopadhyay, Chandan Mukherjee, and Sudip Majumdar.

Last, but not the least, our volunteers are our lifeline. Please accept our sincere appreciation and recognition. You are selflessly devoting your time and effort to make this event a success. Your dedication and effort cannot be appreciated enough.

Regards,

Pashchimi Team.

Editorial

This is a very unique year. It has become clear that we are all in a new normal. Every aspect of our daily life - be it grocery shopping, attending school or getting our prescription filled - has changed considerably. Similarly, when we started planning for a virtual Durga Pujo, we realized that we have to balance all aspects of our celebration - ensure safety, involve everyone, remain honest to tradition, as well as provide entertainment. This required us to think laterally and innovate as we went along.

Here we are trying to keep up all traditions of Pashchimi as close to our mission, as possible.

As the traditional way of organizing our Puja, with large crowds was not safe, we had a choice to make, either limit the attendance and still have an in-person experience, or make it completely virtual. While I am glad we chose a fully virtual Puja, I admit I will miss the ambiance, the energy and the humane touch that brings nostalgia. We will not let this aberration change us, but we have learnt that we are mere pawns in the grand design of nature.

With the crisis engulfing the world, sheltering in place has also provided us the opportunity to appreciate what we otherwise take for granted (safety of friends/family, food on the table, roof over our heads), and nurture our skills and talents, as show-cased in this magazine.

Stay safe, stay blessed, and wish you the best of this festive season.

Anjali Team
Editorial Team: Bibek Das, Srabasti Mukherjee, Tinny Bhowmik
Cover Image: Maa Durga, Epitome of Nari Shakti, Acrylic on Canvas, by Pamela Roy

ফিরে দেখা

পার্থসারথি দাস

কোথাও বেড়াতে গেলে আমাদের নানা রকম অভিজ্ঞতা হয়। নতুন জায়গা দেখার অভিজ্ঞতা, নতুন মানুষজনের সাথে পরিচয়, কখনও এমন ঘটনা ঘটে, সেই অভিজ্ঞতার কথা কোন দিনই ভুলতে পারা যায় না। আসলে বাড়ির বাইরে পা রাখলেই আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিটা একটু একটু করে ভরতে থাকে, আর ঝুলিটা কখনই টইটুম্বুর হয়ে ভর্তি হয়না। অনন্ত পরিসর তার মধ্যে থেকেই যায় আর আমরাও নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হই। মনে হয়,একবার বাড়ির বাইরে গেলেই আমাদের পুরানো আমিটাও একটু বদলে যায়। আমাদের চোখদুটোও জীবনটাকে অন্য চশমায় দ্যাখে। ঠিক যেমন আমরা আমাদের চোখের পাওয়ার পাল্টে নতুন চশমায় চারপাশটাকে দেখে থাকি।

বাঙালীর রক্তে নাকি ভ্রমনাইটিসসের জীবানু আছে। আর সেই ব্যকটেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে ছুটির অবসরে। পরিসংখ্যানও তাই বলে। বহু যুগ আগে বাঙালীর ভ্রমণ বলতে ছিল তীর্থযাত্রা, আর সেটাতে বয়স্ক মানুষদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। বুড়োবুড়িরা দল বেঁধে যেতেন পুণ্যি করতে। আর এক ধরনের ভ্রমণ যা বড়লোক বা জমিদার শ্রেনীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যখন তাদের কোন কঠিন বা মৃদু অসুখবিসুখ হোত। তখন তারা কখনও নিজেদের বজরায় বা রেলপথে পশ্চিমে যেতেন হাওয়া বদল করতে বা ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে।

এখন অবশ্য দিনকাল পাল্টেছে। যৌথপরিবার ভেঙে হোয়েছে অনু পরিবার। ফলে যৌথপরিবারের দায়িত্ব আর নেই, অনেকটা যাকে বলে ঝাড়া হাত পা। অনেকে তাদের আঙুলে সময়ের ভার অনুভব করেন। অতএব ইচ্ছে হলেই ‘চল পানসী বেলঘরিয়া’। তারপর জীবনের জটিলতাতো আছেই। অতএব সকলেরই চাই একটা ‘ব্রেক’। আর এই ব্রেকবোধটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে গ্রীষ্মে,পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে।

আমার বা আমার বন্ধুর অবশ্য ছুটিছাটায় বাইরে যেতেই হবে বা একটা ব্রেক নিতেই হবে তেমন কোন মাথার দিব্যি কোনদিনই দেই নি আমরা। আমাদের অনেকটা, ‘মনে থাকে যদি সায়,তবে কে আর পায়’ গোছের ব্যাপারের মত।

তবে এখন ভ্রমনের যে অভিজ্ঞতার কথা বলব সেটা বেশ কিছুদিন আগের অভিজ্ঞতার কথা, যখন মুঠোফোন আমাদের জীবনে আসেনি বা ডেবিড কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের জন্ম হয়নি। টাকা পয়সা টেঁকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেই হল। সব সময় খুব সাবধানে চলা ফেরা করতে হোত। আসলে আমরা যখন আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে মন বুলাই, তখন আমরা বোধহয় পুরানো অভিজ্ঞতাকেই পছন্দ করি। কারণটা বোধহয় আমাদের নিজেদের অজান্তেই আগের অভিজ্ঞতা থেকে কি পেয়েছি আর বর্তমান থেকে কি হারিয়েছি তার একটা তুলনা করি। আর মানুষ পুরানো অভিজ্ঞতারই মূল্য দেয়।

যাক এবার সরাসরি আমাদের ভ্রমণ বৃত্যান্তে আশা যাক।

সে বার আমরা দুটি পরিবার খাজুরাহো থেকে সাতনা ফিরব ফিরব করছি। পড়ন্ত বিকেলে, ঠিক যখন সন্ধ্যা নামছে, সেই সময় দিনের শেষ আলোয় খাজুরাহোর মন্দির গুলো কেমন অপরূপ হয়ে ওঠে, সেটা দেখবার জন্য আমাদের সাতনা রওনা হোতে একটু দেরি হল। ড্রাইভার অবশ্য একটু তাড়া দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি রওনা হবার জন্য কারণ পান্না ফরেষ্ট পার হতে হবে বলে। জায়গাটায় নাকি ডাকাতের উৎপাত হয় মাঝেমাঝে।

প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই আমরা সাতনা রওনা হলাম। জংগলের রাস্তায় পৌছোলে ড্রাইভার ভাই এই রাস্তায় তার অতীত অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। বেশ কিছুটা পথ আসার পর, মানে আমরা যখন পান্না ফরেষ্টর প্রায় শেষ অংশে চলে এসেছি, তখন গাড়িতে আওয়াজ হল। আমি ড্রইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করলাম একটা বড় বিপদ নিশ্চই হয়েছে। গাড়ির গতি কমে এল এবং থেমেও গেল। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার নীচে ঝুঁকে দেখে জানাল, ‘ইয়ে গাড়ি আউর নেহি চলেগি,গাডিকা ক্রস টুটগিয়া’। আমাদের মাথায় বাজ পড়ার মত অবস্থা। গাডিটাকে আমরা ঠেলে রাস্তার ধারে নাবালাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধার। রাস্তার দুধারে ঘন জঙ্গল। ড্রাইভার আমাদের অভয় দিয়ে বল্লে, ‘চিন্তা মত কিজিয়ে,সাতনা যানে ওয়ালি গাড়ি পাকারকে আপলোগোকা বন্দোবস্ত কর দেঙ্গে’

বেশ কিছুটা দুরে দেখলাম একটু আলোর মত দেখা যাচ্ছে। আমি একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা শনের ঘর। কাছে যেতেই দেখলাম চার পাঁচ জন মানুষ বসে কি যেন খাচ্ছে। ওখানে ঢুকতেই তীব্র মদের গন্ধ নাকে এলো। আমাকে দেখে ওদের দেহাতি ভাষায় যা বল্লে তা অমি অনুমান করে আমাদের বিপদের কথা, গডপরতা বঙালি যেমন হিন্দি বলে, সেই ভাবেই জানালাম। ওরা আমাকে ওখানে রাখা একটা সাইকেল দেখিয়ে যা জানাল তাতে বুঝলাম যে সাইকেল টা নিয়ে

প্রায় পাঁচ কিলো মিটার গিয়ে শহর থেকে মেকানিক ডেকে আনতে পারি। এর বেশী সাহায্য আর ওরা কি বা করতে পারে! মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাদের। সাইকেলটা আমি নিয়েছিলাম কারণ আমার স্ত্রী খাজুরাহোতে পাথরের সাথে গুঁতো খেয়ে তিনি তার বুড়ো আঙ্গুলটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ করেছেন এবং তিনি হাঁটতে পারছেন না।

এদিকে আমাদের ড্রাইভার কোন বাস বা কোন যানবাহনকেই থামাতে পারেন নি। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। রাতে জঙ্গলের মধ্যে কেইবা গাড়ি থামাবে, যেখানে ডাকাতের ভয়। অন্যকোন উপায় না দেখে আমরা চারজন বড় ও দুই ছোট ছেলে কে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে আসতে রাজি হল না, সে গাড়িতেই থেকে গেল। আমরা হেঁটেই চলেছি। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে হাত ঘড়িতে সময় দেখলাম,রাত পৌনে দশটা। জনমানব শূন্য রাস্তা।মাঝেমধ্যে দুএকটা বাস ও ট্রাক হুসহাস করে ছুটে যাচ্ছে।

অনেকটা পথ হেটে আমরা যখন নাগোদ শহরে এসে পৌঁছালাম তখন রাত সাড়ে দশটা। দোকান পাট সব বন্ধ।রাস্তা ঘাট শুনশান। আমরা কিছুই চিনি না বা জানি না। আমরা যেন অথৈজলে পড়লাম। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। কাউকে যে একটু জিজ্ঞাসা করব তারও উপায় দেখছি না। ভীষন অসহায় লাগছিল। বাচ্চা দুটো ঘুম ও ক্ষিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে।

এমনই সময় দুজন মানুষ মটরসাইকেলে করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা সকলেই বেশ ভয় পেলাম। জানি না ওদের উদ্দেশ্য কি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মটর সাইকেলের চালক, 'আপলোগোকা কেয়া হুয়া? কই problem হুয়া?' মুখ দিয়ে মদের গন্ধ আসছে। কথা একটু জড়ানো। আমি আমার মত হিন্দিতে আমাদের সমস্যার কথা জানাতে ও আমার হিন্দি শুনে তিনি বল্লেন, 'আপ বাঙাল কা রহনে ওয়ালা হ্যায়?' আমি জানাই, 'জি হামলোগ বাঙাল মে রহনে ওয়ালে হুঁ'

তখন তিনি ভাঙা বাংলায় জানালেন, তিনি দূর্গাপুরে কিছুদিন ছিলেন এবং বাঙলা বোঝেন ও আমাকে আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে অনুরোধ করলেন। নিজেই জানালেন, তার নাম সুধীর পান্ডে।

আমরা তখন আমাদের বিপদের কথা জানালাম। ইতিমধ্যে পান্ডেজী তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে জানালেন, তিনি এখানে ব্যাবসা করেন আর এই বন্ধু যিনি মটর সাইকেলের পেছনে বসে ছিলেন তার নাম মনসুখ, তার মটর পারটস এর ব্যবসা। ঘটনাচক্রে আমরা তার দোকানের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে। পান্ডেজী জানালেন, তিনি বেশ কিছুদিন দূর্গাপুরে ছিলেন আর সেই জন্যেই আমার হিন্দি শুনে নিশ্চিত হয়ে ছিলেন যে আমরা বাঙালী। তারপর বিশুদ্ধ বাংলায় আমাদের জানালেন, 'আপনারা আমার অতিথি,আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাকে আমি সহি সলামত সাতনা পৌঁছে দেব' তারপর তিনি তার বন্ধুকেও জানালেন যে আমাদের কোন রকম যেন অসুবিধা না হয়। আর মনসুক ভাইকে তার দোকান খুলতে বলে আমাদের রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলে, আমাদের জানালেন তার এক বিশেষ কাজ আছে তাই তাকে চলে যেতে হবে। যাওয়ার সময় মনসুক ভাইকে তার মেহমানদের যথাযথ খাতিরদারি করতে বল্লেন আর তাকে স্মরণ করিয় দিলেন যে আমাদের যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়। এই ব্যবস্থা করে তিনি মটর সাইকেলে স্টার্ট দিলে আমি তার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানতেই আমায় বল্লেন, 'আপনি আমায় ধন্যবাদ দেবেন না। আপনারা একটা অসুবিধায় পরেছেন আর মানুষ হয়ে আমরা আপনাদের সাহায্য করব না! এটা আপনারা ভাবলেন কি করে। আমার বন্ধুটিও খুব ভাল ইনসান আছে,উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।' একথা বলে তিনি রওনা হলেন। তারপর মনসুখ ভাই তখন তার মোটরপার্সের দোকান খুলে আমাদের বসার বন্দোবস্ত করেলেন। আর বারবার অনুরোধ করছেন আমরা যেন তার বাড়িতেই যাই সেখানে বাচ্চাদের খাবারের সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। তিনি আরো অনুরোধ করলেন রাতটা যেন তার বাড়িতেই আশ্রয় নেই আমরা সবাই।

আমার বন্ধু একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ। আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে রীতিমত ধমকের সুরে আমাকে বলে যে, 'খবরদার তুই উনার কথায় রাজি হবি না কখনও,আমরা উনাদের বিষয়ে কিছুই জানি না,এত সহজে মানুষকে বিশ্বাস তুই করতে পারিস,আমি করব না।আমি যেকোন ভাবেই হোক সাতনা আজই ফিরে যাব।তুই চাইলে তুই থাকতে পারিস।' আমি বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। মনসুক ভাইকে বলি যে,গাড়ি যদি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায় তবে সাতনা ফিরে যাব, আর সেটা না হলে আমাদের তখন অন্য কোন উপায়ই থাকবে না, তখন তোমার বাড়িতে না হয় থাকব। মনসুক ভাই তখন ছেলেদুটোর জন্য কোত্থেকে ডিম ভাজা আর আটার রুটি নিয়ে এলেন। আমাদের জন্যও আনতে চাইলে আমরা ভীষণ ভাবে তাকে মানা করলাম।

মনসুক ভাই তার বাড়িতে ফোন করে তার ছেলেকে ডাকিয়ে আনলেন। তারপর ছেলেকে পাঠালেন মেকানিকের বাড়ি।

আমি তখন প্রমাদ গুনছি। যদি গাড়ি ঠিক না হয় তখন কি হবে,কি করব তখন। এদিকে মনসুক ভাই বারবার পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন তাদের বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে আর রাতের খাওয়া খেতে। যতবার তিনি বলছেন,আমার বন্ধু

কটমট করে তাঁকিয়ে চোখের ইশারায় মানা করছে রাজি হতে। আমার সময় আর কাটেনা। মনে হোচ্ছে সময় থোমকে আছে। আর অ্যাড্রিনালিন রাশ বেড়েই চলেছে। রাস্তা দিয়ে জখনই কোন বড় আলো দেখছি ভাবছি এই বুঝি আমাদের গাড়ি ঠিক হয়ে এলো। রাত বাড়ছে আর আমার বুকের শব্দও তখন শুনতে পাচ্ছি মনেহয়। ঘড়ি দেখলাম রাত প্রায় ১২টা। বাচ্চাদুটো যে যার মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবি, ওরা কত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে সব চিন্তা আমাদের দিয়ে। শিশু থাকার এটাই পুরস্কার। সময় যাচ্ছে আর আমাদের টেনশন বাড়ছে।মাথায় কিছুই কাজ করছে না। দোকানে একটা ফোন এলো। মনসুক ভাইকে ফোন করে জানতে চাইলেন,আমরা তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছি কি না। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছি কি না ইত্যাদি। বন্ধু তখন আমাকে আড়ালে নিয়ে বলে, 'দেখলি ঐব্যাটা সব খোঁজ খবর করছে,নিশ্চই ওর খারাপ মতলব আছে,বুঝলি।' আমি বন্ধুর কথার কোন উত্তর দিলাম না। কি বা উত্তর দেব। আমি বুঝেছি যে মানুষেরা এমন ভাবে সবাইকে আপন করতে তারা কখনও খারাপ হতে পারে না।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যাই বেশী। উল্টোটা হলে আমাদের এই বিশ্ব বসবাসের উপযুক্ত হোত না।

রাত তখন ১২.৪৫।

ভাবছি এই বুঝি আমাদের গাডিটা ঠিক হয়ে চলে এল। আশা নিরাশার দোলনায় দুলছি। দূরে দেখি একটা গাড়ির আলো। ভাবছি এই গাড়িটিও আমাদের কাছ দিয়ে না থেমে চলে যাবে। মনে হোল গাড়িটির গতি কমছে। অবশেষে সেই প্রার্থিত সময় এল, গাডিটা এসে মনসুক ভাই এর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হল আমাদের সকলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

তখনও মনসুক ভাই আমাদের অনুরোধ করে চলেছেন রাতে তাদের অতিথি হওয়ার। আমরা গাড়িতে ওঠার জন্য প্রস্তুত হোচ্ছি। আমার বন্ধু তখন পৃথিবীর সবথেকে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত মানুষ। আমি ভাবছি মনসুক ভাই থেকে কি করে বিদায় নেব। আমার সারা শরীর বেয়ে আবেগের ঢেউ নামছে। আমি মনসুক ভাইকে বল্লাম, 'ভাইয়্যা, ম্যায় আপকো প্যেয়ের ছু সাকতা হ্যায়?' এই কথা বলতেই তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমি আমার পিঠে তার ছোখের জলের স্পর্শ পেলাম। আমিও আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। দুজনের চোখে তখন ভালবাসা আর সহমর্মিতার জল গডিয়ে পরছে। 'মনসুক ভাই,ম্যায় নেহি জানতা ভগবান হ্যায় কি নেহি,আজ মেরেকো এহেসাস হুয়া কি ইনসানই ভগবান হ্যায়,হামারা কোই ভাইয়া নেহি ঘরমে,আপহি হামারা ভাইয়া আউর ভগবান হ্যায়।'

আমাদের গাড়ি টা রওনা হল। যতদুর দেখা যায় দেখি মনসুক ভাইও আমাদের গাড়ির দিকে তাঁকিয়ে আছে। তারপর সবকিছু অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেও আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তারা আজও সবুজ ও সতেজ।

লেখক পরিচিতি:

অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। স্থায়ী নিবাস শিলিগুড়ি,দার্জিলিঙ। করোনা কালে অস্থায়ী নিবাস স্যান হোসে,ক্যলিফরনিয়া।

নেশা: ভ্রমণ ও বইপড়া।

আগ্রহ: রাজনীতি,ছবিতোলা ও সামান্য লেখালেখি।

মাতৃবন্দনা

সুমিতা দাশগুপ্ত

শেষবেলায় জনা দুয়েক খদ্দের এসে পড়ায় দোকান বন্ধ করতে একটু দেরিই হয়ে গেল রাজুর।একে মফঃস্বল শহর তায় আবার লকডাউনের বাজারে সন্ধ্যে নামতেই মানুষ ঘরমুখী , দোকানপাট আজকাল আর বেশীক্ষণ খোলা রাখে না কেউই। ওদিকে পুজোর তো আর বেশী বাকি নেই ,আজই মা আর পারুলের শাড়ি দুখানা কিনে নেবে ভেবেছিলো , এখন দোকানখানা খোলা থাকলে হয় ---দূর থেকে মহামায়া বস্ত্রালয়ের জোরালো আলোটা নজরে এলো ,যাক দোকানটা খোলা আছে তাহলে , দ্রুত সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলো রাজু।

দেখেশুনে সাধ্যের মধ্যেই পছন্দসই দুখানা শাড়ি কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরলো সে।বাজার এলাকা ছাড়িয়ে , কিছুদূর পর্যন্ত মূল শহরের ঘিঞ্জি এলাকা ,তারপরেই বাড়িঘরের ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে, রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত ফাঁকা । দূরে দূরে টুপি পরা পথবাতি, আলো আঁধারের মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে । রাজু একমনে সাইকেল চালাচ্ছিলো , তাকে এখনও অনেকখানি পথ পাড়ি দিতে হবে।
বাতাসে ছাতিম ফুলের ভারী গন্ধ , একটু একটু হিম পড়তে শুরু করেছে । কুয়াশার হালকা আস্তরণে চারপাশটা একটু আবছা। রাজু থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো ,কেন যেন আজ বহুদিন পর জোর করে ভুলে থাকা পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে চলে আসতে চাইছে ।
সেই কোন ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছিলো সে ,মুখখানাও আজ আর স্পষ্ট করে ধরা দেয় না চেতনায় ,চিহ্ন বলতে শুধু ছিলো তাঁর নিজের হাতে লাগানো একখানা জুঁই ফুলের গাছ।কালে দিনে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছিলো সেটা। অজস্র ফুল ফুটতো তাতে। মনখারাপের দিনে রাজুর মনে হতো মা'ই বোধহয় গন্ধজালে জড়িয়ে ধরে রেখেছে তাকে । সৎমায়ের মাত্রাছাড়া অত্যাচারে যে রাতে রাজু লুকিয়ে ঘর ছাড়লো সেদিনও গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেছিলো , বোধহয় গন্ধ ছড়িয়ে মা'ই রাজুর জন্য আকুল হয়ে কাঁদছিলো ।

ঘর ছাড়ার পর তো সে কী কঠিন জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। সৎভাবে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে কী না করতে হয়েছে তাকে ,ভাবলেও অবাক লাগে এখন।

তারপর তো সাতঘাটের জল খেয়ে ভাসতে ভাসতে এই বকুলপুরে এসে ওঠা এখান থেকে জীবন একটা বাঁক নিলো। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু সতুর সঙ্গে। বাজারে তার সাইকেল সারাইয়ের দোকান ।সব শুনে আশ্রয় দিলো , দুবেলা দুমুঠো খেতেও দিলো কিছুদিন। তারই চেষ্টায় টুকটাক কিছু কাজও ছুটে যাচ্ছিলো ।সৎ ও পরিশ্রমী বলে একটু একটু করে পায়ের তলায় মাটি পেয়ে যাচ্ছিলো সে।
মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকুও জুটে গেছিলো সতুরই দৌলতে। শহরতলির নির্জন জায়গায় বসবাসকারিনী এক বয়স্কা মহিলারা একজন ভরসাযোগ্য সৎ মানুষের দরকার ছিল । ছেলে মেয়েরা দূর বিদেশে, রাতবিরেতে বিপদ আপদ সামাল দেয় কে! খবরটা পেতেই সতুই রাজুকে এখানে বহাল করে দিয়েছিলো। ,সেই থেকে রাজু এখানেই থাকে , বাড়িভাড়া তো লাগেই না , উল্টে মাসিমাই তাকে একটা মাসোহারা দেন।সতুর কাছে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ,তাই সতু যখন নিজের শ্বশুরকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্য ,তার ছোট শালীর সঙ্গে রাজুর বিয়ের প্রস্তাব আনলো সে আর সেটা ফেরাতে পারে নি , তবে রঙ ময়লা হলেও পারুল মেয়ে ভালো।

শ্বশুর মশাই ফাঁকিও দেন নি একেবারে , তাঁর নিজের দুখানা দোকানের মধ্যে , ছোটদের খেলনা সরঞ্জাম বিক্রির দোকানখানা তাকে যৌতুক দিয়েছিলেন। পরিশ্রমী রাজুর হাতে ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে উঠেছিলো , জীবনে যখন সে একটু থিতু হতে শুরু করেছে , তখনই অকস্মাৎ নেমে এলো বিশ্বজোড়া বিপর্যয়। রুজিরোজগার একেবারে বন্ধ। এভাবে চলতে থাকলে জমানো টাকা পয়সা আর ক'দিন! কয়েক মাস পরে
লকডাউন শিথিল হলেও বিশেষ সুবিধা হলো না ,লোকে পেটের ভাত জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে , খেলনা কিনবে কে?রঘু তাই আজকাল রোজ রোজ সাইকেল ঠেঙিয়ে অতদূর যায় না।
সেদিন সকালে মাসিমা ঠেকে পাঠালেন। "তুমি কি আজও দোকানে যাবে না?"

মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়লো রাজু।
"বেশ , তাহলে আমায় একটু বাজার করে এনে দাও তো বাবা " । হাতে টাকা আর লিষ্টখানা ধরিয়ে দিয়ে , পারুলের দিকে চেয়ে বললেন
"তুমি রান্নাঘরে গিয়ে কমলার সঙ্গে হাতে হাতে সাহায্য করে দাও তো ,আজ থেকে তোমরা দুজন আমার সঙ্গেই খাবে ,একা একা খেতে ইচ্ছে করে না।"

লজ্জায় সংকোচে মাথা নিচু হয়ে গেছিলো রাজুর ।ওরা যে ক'দিন ধরেই আধপেটা খেয়ে আছে সেটা বুঝি ধরা পড়ে গেছে ওঁর কাছে।

অবাক হবার আরও একটু বাকি ছিলো।খাওয়ার পর রাজুর হাতে একটা বেশি অঙ্কের টাকার চেক দিয়ে বললেন "এবারে আর ছোটদের নয় কয়েকটা বড়োদের সাইকেল দোকানে এনে রাখো তো , আমার হিসেব বলছে মানুষ এখন নিজস্ব পরিবহনের দিকে ঝুঁকবে। ব্যবসাটা আবার দাঁড় করিয়ে নাও , তখন না হয় টাকাটা শোধ দিও।"

চোখের জল আর বাঁধ মানে নি রাজুর , ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেছিলো সে ।ইনিই কী সেই ছেলেবেলায় হারিয়ে ফেলা মা! ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন তুলে দেন, চরম বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান তিনি তিনিই তো মা।
আজ এই শাড়িখানা তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে মা বলে ডাকার অনুমতি চেয়ে নেবে সে , এবার পুজোয় এটাই তার মাতৃবন্দনা। একখানা জুঁই ফুলের চারাও লাগাতে হবে তার বারান্দা পাশটিতে।
সামনে একখানা ফুটবল খেলার মাঠ ।পিচরাস্তাটা একটু ঘুরে পাশ কাটিয়ে গেছে । রাজু আজ সাইকেল নিয়ে সরাসরি মাঠেই নেমে পড়লো আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ , পাতলা কুয়াশার চাদরে জোছনার রেশমি সুতো নকশা বোনে।এবড়োখেবড়ো মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজু কিন্তু তার মনে হচ্ছিলো সে যেন হালকা পালকের মতো ভারহীন ,ভেসে চলেছে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

অন্তহীন কাল ধরে মানুষের মনে অতি সঙ্গোপনে ঢেউ তোলে এমনই কতোশতো মুহূর্ত। কখনো সখনো তা ধরা দেয় কবির সংবেদনশীল মনে ।কবি কলম ধরেন --
" আজ তাহলে বাঁচারই গান স্বালি
আর একটিবার ঝলসে উঠুক চোখ
তারিখ ,সে তো পাল্টে যাবে কালই ,
সত্যি এবার নতুন কিছু হোক"।

টক -ঝাল -মিষ্টি

সুমিতা দাশগুপ্ত

বদমেজাজি সত্যসাধনবাবুর রাগের পারদটা , স্বভাবতই ঊর্ধমুখী। ইদানীং লকডাউনের বাজারে সেটা চড়চড়িয়ে তুঙ্গে উঠেছে , এখনও তার রেশ কাটেনি, সামান্য কারণেই দেশলাই কাঠির আগায় বারুদের মতো ফস্ করে জ্বলে উঠছেন , বিশেষ করে গিন্নির মুখোমুখি হলে তো আর কথাই নেই। গিন্নীটি এমনিতে শান্তশিষ্ট কিন্তু ইদানীং তাঁরও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে , আজকাল তিনিও আর ছেড়ে কথা কইছেন না , ফল যা হবার তাই হচ্ছে - বাড়িতে কাক চিল বসতে পারে না। পরিবারের বাকি সদস্যদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সবাই বুঝতে পারছেন কিছু একটা করা দরকার কিন্তু কী যে করা!!

অতঃপর পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে অবতীর্ণ হলো সত্যসাধনবাবুর একমাত্র ভরসাস্থল তাঁর আদরের নাতবৌ কমলিকা। মাথা খাটিয়ে জব্বর একখানা উপায় বের করে ফেললো সে । প্রথমেই দাদু -ঠাকুমার আসন্ন পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে দুখানা মোবাইল ফোন আনিয়ে উপহার দিলো , তারপর সুযোগ বুঝে তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপের রঙিন দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই -ব্যস্ ম্যাজিকের মতো সব অশান্তি উধাও।মন্ত্রমুগ্ধ সত্যবাবু আজকাল রাশি রাশি শুভেচ্ছা বার্তায় মগ্ন থাকেন, নিয়মরক্ষার্থে গিন্নির সঙ্গে যৎসামান্য তর্কাতর্কিটুকুও টেক্সট মেসেজেই সেরে নেন।

বাড়িতে এখন পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। ওদের বাড়ির সামনে ইলেকট্রিক তারে এখন বুলবুলি আর দোয়েলরা শিস দিয়ে দোল খায়।

সংসারে এইসব ঘটতে থাকে বলেই জীবন বিস্বাদ হয়ে যায় না ,টক ঝাল মিষ্টিতে ভরপুর হয় জীবনের স্বাদ।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ভ্যাক্সিন দেহি, কোরোনা নাশি

মৌসুমী মানি

মা দূর্গার বেশ কয়েক মাস ধরে মন খারাপ, এই যেদিন থেকে লকডাউন শুরু হল। কি যে দিনকাল পড়ল, সেই মার্চ মাস থেকে কোরোনার দাপটে সবাই কাহিল। নিউ ইয়র্ক, ইটালি, চিন, শত শত মানুষ একেবারে পটাপট উবে গেল ! এই যে আশ্বিন মাস, পূজো এসে গেল, কোথায় মানুষগুলো ঘুরে ঘুরে পূজোর বাজার করবে, তার উপায় নাই, বাইরে বেরোন নিষেধ, দোকান পাট সব বন্ধ। খুবই চিন্তার বিষয়।

একশ বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু এই রকমই একটা কান্ড করে ছিল, বহু কষ্টে তাকে শান্ত করা গেছে। তারও আগে স্মল পক্স বহু লোককে আক্রান্ত করেছিলন, পরে তিনি শিতলা দেবীর স্থান পেয়ে শান্ত হয়েছিলেন। এই কোরোনা হল তাদেরই খুড়তুতো বোন। দেবতার মর্যাদা পাওয়ার জন্যই তো বেটি এত খেল দেখাচ্ছে। তাই কোরোনা দেবীর জন্য বিশেষ স্থান সংযোজনের কথা ভাবা হচ্ছে, বাদুড় তার বাহন।

এইতো সেদিন বিল গেট্স আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে মায়ের মিটিং হল। মা বললেন "দ্যাখো আমাদের পুরানে যা সব অভ্যাসের কথা ছিল, তার প্রাসঙ্গিকতা আবার নতুন ভাবে ফিরে আসছে। ছোয়াছুয়ির ব্যাপারটা আমরা মেনে চলতাম, বাইরে থেকে এলে হাত পা ভালো করে না ধুলে ঘরে ঢোকা বন্ধ; কেউ অপরিস্কার হলে তার থেকে দুরত্ব বজায় রাখা হত; আমরা গঙ্গাজল ছড়াতাম, এখন ডিস্ইনফেক্টেন্ট আর স্যানিটাইজার দরকার। গায়ে উত্তরীয় পরা হত, এখন পি-পি-ই আর মাস্ক চাই সর্বদা। যদিও মা গোমূত্র সেবনএর ব্যাপারে মন্তব্য করতে চেয়েছিলেন, তবে সরস্বতির ভ্রুকুটি দেখ আর মুখ খোলেননি। মেয়ের খুব আপত্তি গোমূত্র সঙ্গে ভ্যাক্সিনের তুলনাতে, মেয়ের বক্তব্য –"এত বিদ্যা দান আর তবুও এখনও হবে গোমূত্র পান ? ছি ছি"। তাই মা শুধু ভ্যাক্সিনের কথাই উল্লেখ করলেন। ভারতের হিন্দুত্বাদিরা তো তাতেই আহ্লাদে আটখানা, তাদের অভিমত মা হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলে প্রমান করলেন। তাই তারা মাকে নোবেলে প্রাইজ এর জন্য মনোনীত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।

মায়ের সাথে আলোচনা করেই বিল গেট্স তাঁর রিপোর্ট বার করেছেন, যে ভ্যাক্সিন ছাড়া এই কোরোনার থেকে নিস্তার নেই, তবে ভ্যাক্সিন বের হতে হতে আগামী বছরের মাঝামাঝি হয়ে যেতে পারে। ততক্ষন চলুক কোরোনা দেবীর পূজো, থালা বাজিয়ে, দীপ জ্বালিয়ে।

মায়ের মনে পড়ল এক্ষুনি একটা জুম মিটিং আছে। এই জুম ব্যাপারটা হয়েছে বেশ ভাল। প্রথম প্রথম মায়ের একটু অসুবিধে হত, আজকাল শিখে নিয়েছেন। ভালোই লাগে। বেশ সেজেগুজে লাল রঙের আই প্যাডের সামনে বসতে।

মা জুম মিটিং এ যোগ দিলেন, নারদ মিটিং পরিচালনা করছে। সান ফ্রান্সিস্কো, নিউ ইয়র্ক, কলকাতা, থেকে সব পুজো কমিটির কিছু লোকেদেরও যোগ দেওয়ার কথা আছে। মা মনে মনে বললেন, দেখি কে কে এল - আচ্ছা, স্যাটি (ওরফে সরস্বতি), লো (লক্ষ্মী), নেশ (গনেশ) আছে। ছেলেমেয়েরা এখন এই বিলাতি নামই পছন্দ করে, তাই এই নামেই এদের ডাকতে হয় এখন। প্রথমে কার্ট (কার্তিক) মিটিং এ যোগ দিতে চাচ্ছিলো না, বলে- "তোমাদের ওই পুরোন আমলের পূজো আমার কাছে এখন মিনিংলেস ।" কিন্তু মা ধমক দেওয়ায় পরে আসতে রাজি হয়েছে।

লক্ষ্মী কি একটা কথা বলের চেষ্টা করছে, মা বলল "লো , আন মিউট কর, শোনা যাচ্ছে না।" লক্ষ্মী আন মিউট করল," উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল " মা কেমন আছো ?" "ভালো আছি মা।" বলেই মা মনে মনে ভাবলেন "লক্ষ্মী মেয়েটি আমার, যা হোক আমার খবর রাখে !"

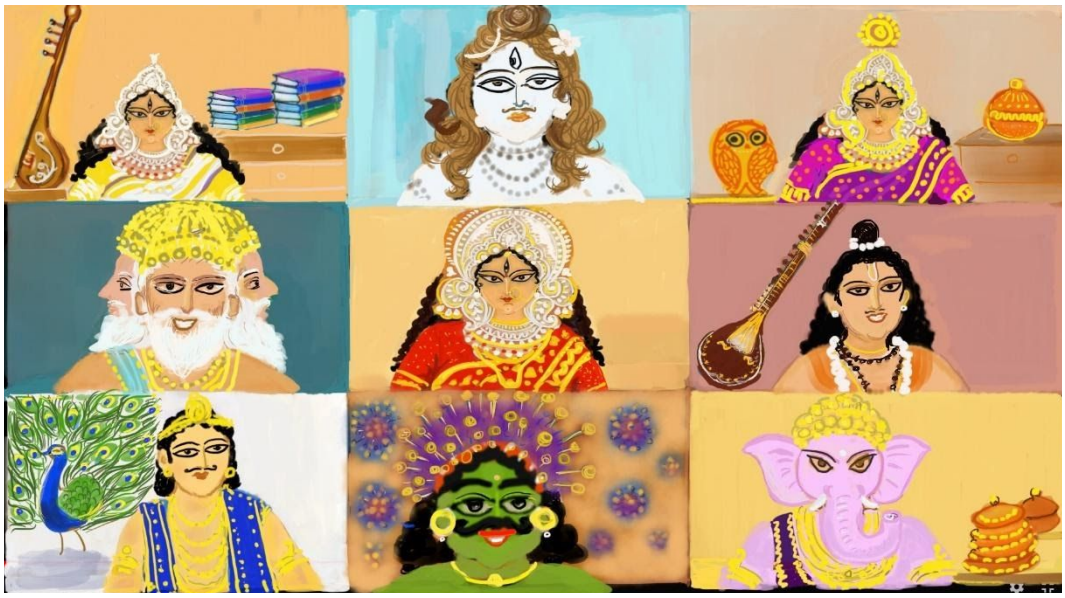

ছবি ১ – দেবতাদের জুম মিটিং-- পূজো প্রস্তুতি'র জন্য

পুট করে আওয়াজ হল। মা দেখলেন বাবা শিব যোগ দিয়েছেন। মহিষাসুর এখনো যোগ দেয়নি, নারদ বললে একটু অপেক্ষা করি। বলতে বলতেই মহিষাসুর যোগ দিল, ওকে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে না। মহিষাসুরের সব কিছু শিখতে বেশ দেরি হয়, জুম মিটিংটা সে এখনও ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারে নি। তবে মা তা বঝেন, বহু সহস্রাব্দ ধরে মাথার কাজ কম করতে মহিষাসুরের ওই অবস্থা, তাই মার মাঝে মাঝে একটু দুঃখ হয় ওর জন্য। বেশ কিছুক্ষন কসরত করার পর মহিষাসুরের স্বর শোনা গেল। মিটিং চালু হল।

প্রথম কথা মহিষাসুরের- "আমার দুটো বক্তব্য আছে, এখন আমাদের ছয় ফিট দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। তার পর এখনে থেকে আমি কারুর পদতলে থাকতে চাই না। সহস্র বছর ধরে আমরা, অসুররা নির্যাতত হয়ে আসছি, আর আমরা সহ্য করব না। আমাদের দাবি মানতে হবে। আমাদের সমান অধিকার চাই।" সবাই চুপ, এটা কি করে সম্ভব ? মা গনেশ কে জিজ্ঞেশ করলেন "নেশ তোমার কি মত ?" গনেশ বলল "মা, দিনকাল বদলেছে, তোমাদের ট্র্যাডিশন্যাল মূর্তি দেখলে রেসিজম বা বর্ণবাদের মামলা ঠুকে দিতে পারে। আর তাছাড়া ত্রিশূল বিদ্ধ তো করাই যাবে না, ঘাড়ে পা রাখা, উহু, নৈব নৈব চ! ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারস এর অনুসরন কারীরা এক্ষুনি মামলা করে দেবে । বড়োজোর মাঝেমধ্যে চোখ রাঙ্গানো যেতে পারে, যখন কোন মিডিয়ার লোকজন নজর করবে না। কাজেই মহিষাসুর যা বলছে তা মেনে নেওয়াই ভালো। তাছাড়া এতে এখনকার ছেলে মেয়েদের কাছে পূজোর তাৎপর্য আরো বাড়বে।" নেশের কথার যুক্তি আছে, তবেই না তাবড় তাবড় শিল্পপতিরা আসে নেশের কাছে বুদ্ধি নিতে, তাই মা বললেন তথাস্তু।

পরের আলোচনা হল মায়ের হাতের অস্ত্রগুলো নিয়ে। সবই এ্যান্টিক হয়ে গেছে, পরিবর্তন দরকার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো বদলাতে হবে। ঠিক হল সাবান, ডিস্ইনফেক্টেন্ট আর স্যানিটাইজার দিতে হবে অস্ত্রের বদলে। মা একটু ভ্রুকুটি কুটিল হলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ছেলে ছোকরাদের কথা মেনে নেওয়াই ভালো। যা দিন কাল পরেছে, চারদিকে লে-ওফ হচ্ছে। এই সময়ে দ্বিমত হওয়া ঠিক নয়। মা বললেন "ঠিক আছে।" কিন্তু মনে মনে ভাবলেন "এই সব পরিবর্তন ক্ষনকালের জন্য। কোরোনা এসেছে বলে কি মেয়েদের ওপর অত্যাচার কমেছে ? রাস্তাঘাটে যখন তখন মেয়েরা নর্যাতিত। অস্ত্র কমানোর থেকে বরং কিছু আধুনিক অস্ত্র যোগ করা উচিৎ। যাক এই পূজোটা, পরে ভেবে দেখব।"

মিটিং শেষ হল, মা রান্নাঘরের দিকে গেলেন। আজকাল সবাই বাড়িতে থেকে কাজ করায়, বাড়ির কাজকর্ম বেড়ে গেছে। এতজনের রান্না, তারপরে সাহায্য করার যে মেয়েটা আসত তাকেও কোরোনার জন্য ছুটী দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস দশ হাত আছে তাই রক্ষে। বাজার করতে বেরিয়ে এক হাতে বাজারের থলে, এক হাতে গাড়ির চাবি, এক হাতে মোবাইল ফোন, এক হাতে মানিব্যাগ, একেক হাতে একেক জিনিস নিয়ে চললে কন্টামিনেশনের ভয় থাকছে না। তবে বাড়ি ফিরে দশ হাত ধুতে ধুতে একটু নাজেহাল হয়ে পড়েন। ছোয়াছুয়ি ব্যাপারটা মা কিছুটা মেনে চলতেন, এখন পুরো দমে করছেন। আগে বাবা শিব খেপে যেতেন, বলতেন "তোমার যত বাতিক!" কিন্তু এখন তাঁকেও ছোয়াছুয়ি মেনে চলতে হচ্ছে।

বাড়িতে সবাই থাকলেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। কারন সবাইকেই মাঝে মধ্যে কাজে বাইরে যেতে হয়, মাকে তো বিশেষ অতিথি হিসেবে হাসপাতালে প্রায় যেতে হয়, বাবা শিব এখনও এই কোরোনার সময়ও শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান গায়ে ভশ্ম মেখে। হিন্দুত্ববাদিদের এই ব্যাপারটা খুব পছন্দ, তারা বলছে, ভশ্ম মেখে থাকলে কোরোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

যদিও অশ্বিনীকুমার-দ্বয় এই ধরনাটিকে কুসংস্কার বলে নাকচ করে দিয়েছে, তবে হিন্দুত্ববাদি স্বাস্থ্য মন্ত্রি, বাবা শিবের এই ভশ্ম মাখা জটাধারি চেহারাটিকে খুব পছন্দ করেন। বাবা শিবকে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছেন। ২০০৮ সালের লে-অফের পর বাবা অবসর গ্রহন করতে বাধ্য হয়ছিলেন, এতদিন পর তাঁর একটা হিল্লে হল। তবে এতে দেশের বেশ উপকার হয়ছে। স্বাস্থ্য সচেনতার উন্মেষ না হলেও, দেশে এখন বেশ কিছু আন্তর্জাতিক তরুন পর্যটকের সমাগম হচ্ছে, ওরা নাকি বাবার এবং গাঁজার খুব ভক্ত।

দুপুরে আবার এক জুম মিটিং, স্যাটি (সরস্বতী) ওরগানাইজ করেছে, মনরোগ বিশেষজ্ঞদের সাথে। কোরোনার লকডাউনে সবার মধ্যে মানিসিক রোগ বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি স্যাটি নিজেও বেশ মনমরা কয়েক মাস ধরে। ওর কথা ভেবে মায়ের ভারি চিন্তা হয়। সরস্বতী কোরোনা ভ্যাক্সিন তৈরি করতে ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে রাত দিন কাজ করে চলেছে। এত গুনি মেয়ে, কিন্তু এখনো উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেল না। ওই যে গতবার ইকনমিক্সএ অভিজিৎ ব্যানার্জি যখন নোবেল প্রাইজ পেল, মেয়েটা তো একমাস খাওয়া বন্ধ করে দল, ওর এত জ্ঞানগম্ভীর কাজ কি কারুর চোখে পড়ে না! তারপর দেখো অভিজিৎ কিনা এক বিদেশিনীকে বিয়ে করল, কেন আমাদের মেয়েরা কি ফেলনা নাকি ?

মিটিং চলতে থাকল, শেষের বিষয়- কোরোনার লকডাউনের সময় মানুষকে কিভাবে আশাবাদী রাখা যায়। একজন বললে "ইতালিতে কি সুন্দর সবাই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, নেচে সবাইকে অনুপ্রেরনা যোগাল। এরকমই আরো করা উচিৎ।" স্যাটি বললে- "আর আমরা কি করলাম ? থালা বাটি আর চামচ ছাড়া বাজানোর কিছুই পেলাম না ? এত করে সবাইকে যে সঙ্গিতকলা শেখালাম, সেতার, সরোদ, বাঁশি, তা কাজের বেলায় সব হাওয়া ? কি লজ্জা, কি লজ্জা! নিদেন পক্ষে গীতবিতান থেকে কয়েকটা বরীন্দ্রসঙ্গীত তো গাইতে পারত বাঙ্গালীরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে!"

মিটিং চলতে চলতেই কোরোনা ইমারজেন্সি হেল্প লাইন থেকে কল এল, মায়ের এক কোরোনা আক্রান্ত ভক্ত মাকে দেখতে চাইছে। এরকম মাঝে মাঝেই মাকে যেতে হয় হাসপাতালে রাউন্ড দিতে। তাই দশ হাত যুক্ত স্পেশাল পি-পি-ই বিশেষ ওর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে। ওই পরা কি সহজ কথা ? অনেক কারসাজি করে মাকে পরতে হয়। সত্যি, মায়ের খুব খারাপ লাগত প্রথম প্রথম কোরোনা ওয়ার্ডে গেলে। মা কত করে বলল, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনিন সবাইকে দিতে, কিন্তু তারা মায়ের কথা সবসময় শুনলে তো। তারা আরো নানারকম বিলাতি ওষুধ চেষ্টা করে দেখছে। আজকাল সবটাতেই পলিটিক্স।

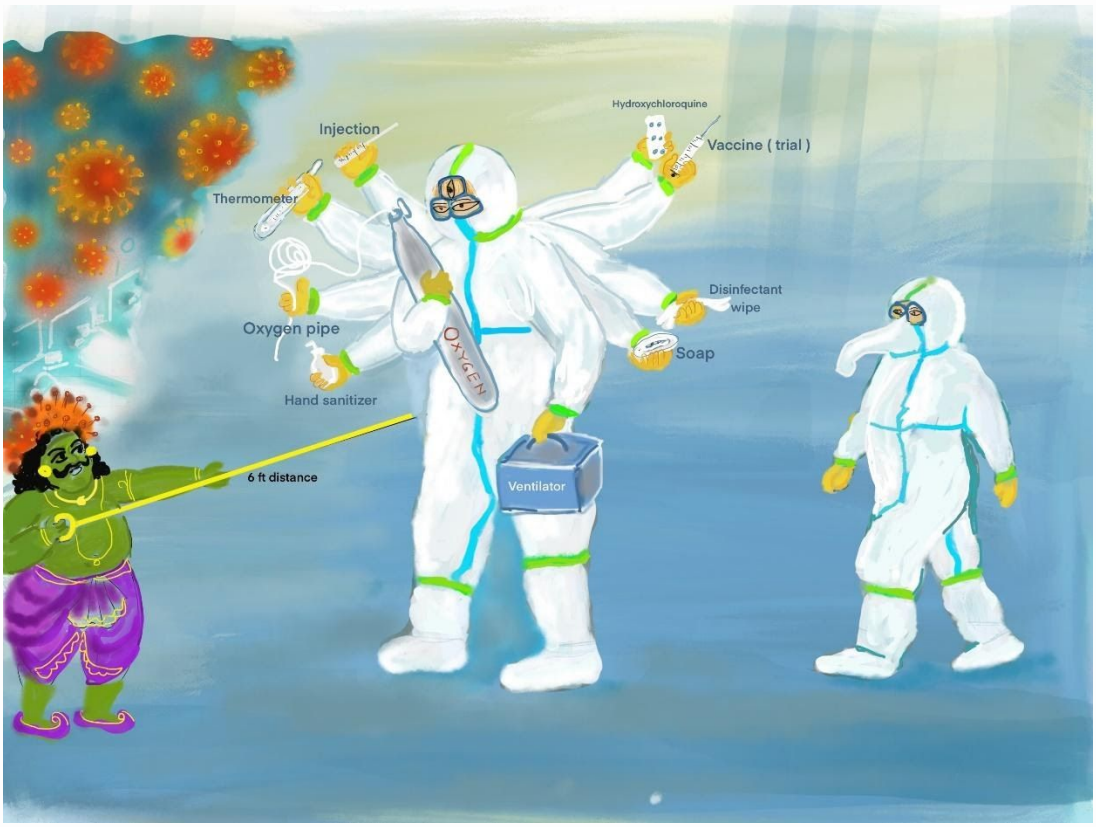

ছবি ২ -- মা এর কোরোনা ওয়ার্ড ভিজিট

হাসপাতাল থেকে ফিরেই মা আর এক মিটিং এ যোগ দিলেন। যমরাজা, চিত্রগুপ্ত, গনেশ, শিবঠাকুর, আর ভূতের দলের কিছু নেতা আছে। যমরাজা বললেন, "এই যে কোরোনার কারনে পরলোকের রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম লেগে গেছে, কে স্বর্গে আর কে নরকে যাবে ঠিক করাই যাচ্ছে না। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখতে দেখতে হাপিয়ে উঠেছে, আর পারছে না। তারপর যারা সব ওনার সঙ্গে কাজকর্ম করে, তারা কোরোনার ভয়ে কাজে আসছে না। বাড়িতে বসে বেকার ভাতা পেলে কি কেউ কাজে যায় ? মহা সমস্যা। গনেশ বললে "বুঝেছি, ব্যাপারটা। আই-টি সিস্টেম পুরো আধুনিক করতে হবে। তারপরে আই-ও- টি (IoT), বিগ ডাটা (Big data)_, মেসিন লার্নিং (machine learning), এ-আই (AI/artificial intelligence), সব লাগিয়ে দেব। এ-আই (AI) কম্পিউটার ঠিক করবে কে নরক আর কে স্বর্গে যাবে, পরকালের রাস্তা একদম পরিস্কার হয়ে যাবে। আমি কয়েকটা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টকে বলে দিচ্ছি ওর কয়েকটা স্টার্ট আপকে এই কাজে লাগিয়ে দেব। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেও একদম রাজি এই ব্যাপারে বিনিয়োগ করতে, তিনি তো অনেক আগে থেকেই কোরোনা প্রোজেক্টে বিনিয়োগ করছিলেন।"

রাত্রি হয়ে গেল। সবার খাওয়া দাওয়া আলাদা আলাদা ঘরে। মা ভাবলেন, দেখি কার্তিক কি করছে, এই ভেবে তার ঘরের দরজায় উকি মারলেন; দেখেন ছেলে ভিডিও গেমস খেলছে । আজকাল আবার ট্যান করে গায়ের রঙ কালো করেছে যাতে বন্ধু মহলে দাম বাড়ে। মা বললেন "তোমার কাজকর্মের কি খবর ?" কার্তিক থেকে মুখ তুলে বলল "নতুন একটা মডেলিং এর কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। গায়ের রঙ কালো করতে আগের থেকে ডিমান্ড বেড়ে গেছে।" মা খুব খুশি হলেন। যাক একটা পরিবর্তন এসেছে।

কিছুক্ষন পরে শিবঠাকুরের ঘরের দিকে গেলেন; বাবা গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছেন, কিন্তু সামনে জুম মিটিং খোলা। দেবতাদের সাথে একটা মিটিং চলছে। বাইরে দাঁড়িয়েই মা শুনতে পেলেন, বাবা বকছেন অগ্নি দেবতাকে "দ্যাখো তোমার বয়স হয়েছে, তুমি কন্ট্রোল হারিয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছ। এই যে ক্যালিফর্নিয়াতে প্রায় একমাস ধরে তুমি যে দেখিয়ে আসছো, তার পরিনাম কি ভেবে দেখেছো? এরকম চলতে থাকলে আমরা দেবতারা যে দল বেধে সান-ফ্রান্সিস্কো ঘুরতে যাই ফি বছর এলাহি ভাবে, তা ঘুচে যাবে। আমার মনে হয় তোমার রিটায়ার করা উচিৎ । একটা অল্প বয়সি দেবতাকে আমরা নিয়োগ করতে চাই যে অধুনা প্রযুক্তি গুলো জানে, আর সে পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন এবং যে গ্রেটা থুনবার্জ এর সাথে কাজ করতে পারবে।" মার এই প্রস্তাবটা খুব ভালো লাগল।

রাত্রি অনেক হল, মা ঘুমাতে যাওয়ার আগে হোয়াট্স য়্যাপ চেক করলেন। লক্ষ্মী মেসেজ রেখেছে। লক্ষ্মী ইউনাইটেড নেশন এর ফান্ড তোলার কাজে জেনেভায় গিয়ে আটকে পড়েছে। মা কল ব্যাক করলেন। লক্ষ্মী বলল "মা কোরোনা ভ্যাক্সিন তৈরীর কাজ ভালো চলছে, শুধু সমস্যা হচ্ছে কাকে কত দেওয়া হবে তাই নিয়ে। যাই হোক তোমার মহালয়ার গানটা এক মিউজিসিয়ান পরিবর্তন করে দিয়েছে, সময়োপযোগী করার জন্য - "**রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ভ্যাক্সিন দেহি, কোরোনা নাশি।**" লক্ষ্মী গুন গুন করে গেয়ে উঠল। শুনতে শুনতে মা নিদ্রামগ্ন হলেন।

বাথরুম

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় (চিত্রশিল্পী)

কাছেই একটা play school-এ ভর্তি হয়েছে রিঙ্কি। তিনবছর বয়স হলো রিঙ্কির। ওর বাবা অরুনাভ টালিগঞ্জের একটা পুরোনো ফ্ল্যাট বাড়িতে মফঃস্বল থেকে উঠে এসেছে। ফ্ল্যাটটা পুরোনো বলে ভাড়াটা একটু কম। ঘরগুলোও এখনকার তুলনায় বড়। ইচ্ছে আছে পরে বাড়িওয়ালাকে প্রস্তাব দেবে কিনে নেবার। কারণ বাড়িওয়ালার একমাত্র ছেলে বিদেশে থাকে, সে আর ফিরবে না।

এখান থেকে অফিসটা কাছে। রিঙ্কির মা গার্গী অফিসও পাশেই। সব মিলিয়ে একেবারে যাকে বলে রাজযোটক। কিন্তু রিঙ্কির মায়ের আবার পুরোনো flat-টা খুব একটা পছন্দ নয়। যাইহোক নতুন Flat-এর মজাটাই আলাদা। সকাল থেকেই ব্যস্ততা কারণ আজ সোমবার।

রিঙ্কির মা রিঙ্কিকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই আজ সে ঘ্যানঘ্যান করছে। ভালো লাগছে না গার্গীর। মেয়েকে বকাবকি করছে। ওকে School-এ দিয়ে তবেই অফিস যাবে। সোমবার দেরী হলে বস আর আস্ত রাখবে না। ঘ্যানঘ্যান করো না, চলো বাথরুমে চলো—বলতে বলতে মোবাইলে মন দেয় গার্গী। কি এলো দেখা দরকার।

দুটো বাথরুম। একদিকের বাথরুম-এ অরুনাভ চান করতে ঢুকেছে। চান করছে আর গার্গীকে তাড়া দিচ্ছে। সকাল থেকেই অস্থির অবস্থা। হঠাৎ পাশের বাথরুমে ছিটকিনি বন্ধের আওয়াজ। কি হোলো? কি করলি রিঙ্কি? এই কথা বলতে বলতে গার্গী ছুটে আসে।

এ বাবা! মেয়েটা বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে। গার্গীর মাথায় বাজ পড়ে দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যায়। রিঙ্কি, ভয় পেয়ো না মা। তুমি door-টা open করো মম্। ভয় পেয়ে রিঙ্কি কান্নাকাটি করছে।
অরুনাভ বললো কি হোলো?
দেখো না রিঙ্কি দরজায় ছিটকিনি বন্ধ করে ফেলেছে।
অরুনাভ'র মাথায় আগুন ছুটে যায়। মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখতে পারোনা? সবসময় মোবাইল। একটু যে মেয়েটাকে সময় দেবে তা নয়—শুধু মোবাইল দেখছে। অসহ্য তুমি। বাবিন door-টা খোলো।

মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে। কি করবে এখন police-এ খবর দেবে? Fire Brigade-এ খবর দেবে। দুটো বাথরুমের মাঝের দেওয়ালটায় সিলিং-এর কাছে প্রায় পনেরো-ষোল ইঞ্চি ফাঁক আছে। কিন্তু অরুনাভ নামতে পারবে না। ওতো বেশ মোটা হয়ে গেছে। একটা টুল নিয়ে এসে অরুনাভ ওঠে। ফাঁক দিয়ে রিঙ্কিকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদছে।

রিঙ্কির মা ভয় পেয়োনা ছিটকিনিটা একটু ঘোরাও, রিঙ্কি পারছে না। গার্গী ভীষণ রেগে যায়, তখনই বলেছিলাম এই পুরোনো Flat-টা নিয়ো না। বাথরুমের দরজা কাঠের, সিনথেটিক হলে ভেঙ্গে ফেলা যেতো।

ভেঙ্গে ফেললে তো ওর দুর্ঘটনা হতে পারে—সেটা বুঝতে পারছো? গার্গী ফ্ল্যাটের সিকি!রিটিকে ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকে, "শম্ভুদা ও শম্ভুদা একটু আসুন তো" দূর বুড়ো লোকটা কোনো কাজের না, শুধু ঝিমোচ্ছে। সবাই তো অফিস বেরোবে। এই সময় ধ্যাৎ। তবু সামনের Flat-কে ডাকে। এরমধ্যে অরুনাভ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রিঙ্কি অঝোরে কাঁদছে। একটা ঝুলঝাড়ু দিয়ে চেষ্টা করছে কিছুতেই হচ্ছে না।

সামনের flat-এর পায়েল ও সৌম্য ছুটে আসে। সৌম্য বলে নীচের ফ্লোরে গুজরাটিদের একটা ছোটো ছেলেকে কাজে রেখেছে। গ্রাম থেকে এসেছে। খুব ডাকাবুকো আছে, ওকে ডাকি। সৌম্য ডেকে আনে। বয়স বারো বছর। বেশ রোগা ও বেঁটে-ছোটখাটো। এদিক থেকে তো টুল দেবে ওদিক থেকে তো অনেকটা উঁচু। বাচ্চা ছেলেটিরও তো লাগতে পারে।

গার্গীর একটা শাড়ি দিয়ে ভালো করে ছেলেটাকে বাঁধে। এবার নাব। ছেলেটা নাবছে তখন এদিক থেকে অরুনাভ ও সৌম্য ধরে থাকে। বাচ্চাটাও নাবতে পেরে যায়। দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিতেই রিঙ্কি বেরিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সৌম্য বলে ছেলেটাকে খাইয়ে দিও। একটা ভালো জামা কিনে দিও। বড্ড গরিব। সৌম্যদেরও অফিস বেরোতে হবে। গার্গী কেঁদে ফেলে। ওই মুহূর্তে কেনো তিনটে হৃদয় এক হয়ে যায়। ধূত! গার্গী বলে আজ আর অফিসও যাবো না। ওকে School-ও পাঠাবো না। তুমিও আর বেরিও না।

দশমী মন

স্বাগত ঘোষ

আশ্বীনের পেঁজা তুলো, ভোরের হাল্কা ঠাণ্ডার চাদর,
নাটকের শেষ অঙ্ক সেহস বারের মত ঝালিয়ে নেওয়া,
প্রায় শেষ অপেক্ষার এক বছর।

মহালয়ায় বীরেনের গলায় খুশী মেশানো একটা কষ্টের মোচড়,
পুজোর দিন গোনা প্রায় সারা, কিন্তু তারপরেই তো শেষ,
পুজো মাত্র এক সপ্তাহ পর।

প্যান্ডেলের থার্মোকলে তূলির টানে চাপা উত্তেজনা,
ঢাকে কাঠি, কাঁসর, ধূপ ধুনো মন্ত্রে মা বিরাজমান,
মায়ের আগমনের ছবিটা খুব চেনা।

দিনরাত গুলো নিমেষে কেটে, দশমীর সিঁদুরে মার মলিন মুখ,
তোমায় কেন যেতে হয় ফিরে? হোক না সারা বছর শরত আর কাশফুল!
থাকবে মা? কাটিয়ে দশমী মনে একাকীত্তের দুখ।।

আমি সূর্য খুঁজে বেড়াই

মিতা মুখোপাধ্যায়

আমি সূর্য খুঁজছি |
অলিন্দ থেকে অলিন্দে , প্রাচীর থেকে প্রাচীরে , উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আমি খুঁজে বেড়াই তাকে|
সূর্য আমার প্রথম ভালোবাসা |
কত দিন ধরে আমি খুঁজছি তাকে?
এক বছর, এক যুগ, না একশো যুগ ? জানি না...

কিন্তু কেন ...
এই তো সেদিন, নাকি অনেকদিন..নাকি অনেক যুগ !
আমার সারা শরীরে সূর্য নিয়ে ঘুম ভাঙতো,
চোখ মেললেই সূর্য, সেই উজ্জ্বল সূর্য আমার সামনে দাঁড়াতো, না তাকিয়ে চোখ বুজে মেখে নিতাম তার আলো |

তারপর..

তারপর এলো ভাঙাগড়ার দক্ষযজ্ঞ|
আমার ছোট ঘর ভেঙ্গে গড়ে উঠলো বিশার অট্টালিকা|
সে কি আনন্দ আমার|
 অট্টালিকা উঁচু থেকে উঁচু হলো, একটা ঘর ভেঙে হলো একশো তা ঘর |
কি আনন্দ আমার|

তারপর...
একদিন সকালে ঘুম ভেঙে আর সূর্য কে পেলাম না. সেই একশো ঘরের বেড়া পেরিয়ে সে আমার কাছে আস্তে পারলো না|
না কি অভিমানে এলো না |
সেদিন থেকে আমি সূর্য খুঁজছি |
অলিন্দ থেকে অলিন্দে , প্রাচীর থেকে প্রাচীরে , উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আমি খুঁজে বেড়াই তাকে|
সূর্য যে আমার একমাত্র ভালোবাসা |
অট্টালিকার গোলকধাঁধায় আমি তাকে হারিয়ে ফেললাম|

আমি পূর্বের সূর্য দেখতাম, পশ্চিমের সূর্য আমার ভালো লাগতো না|
একরাত্রির না দেখা বড়ো কষ্টের ছিল.
কিন্তু সেদিন খুঁজতে খুঁজতে কখন আমি যে পশ্চিমে এসেছি বুঝিনি|
হঠাৎ কাকলী শুনে দেখি এক ঝাঁক পাখি দিনের শেষে বাসায় ফিরছে, তাদের পাখায সোনালী সূর্যের আলো|
মন্ত্রমুঘধ হয়ে ওড়ার জন্য ঝাঁপ দিলাম|
পাখিদের ডানার সাথে আমার হাত ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়লাম|
উড়তে উড়তে নিচে নামছি, পাখিরা অনেক ওপরে.
অন্ধকার থেকে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি.
হঠাৎ ভোজবাজির মতো কোথা থেকে একটুকরো সূর্য এসে পড়লো আমার চোখে|
অন্ধকার থেকে আলো, আমি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম, আমার চোখে জল, মুখে হাসি..
সূর্য কে আমার অপলক চোখে নিয়ে আমি নিচে নামছি, নামছি, নামছি., নামলাম ..
আমার শরীর স্পর্শ করলো মাটি| সূর্য আমার শেষ প্রেম|

An Initiative in Support of the Girl Child

Chandan Mukherjee

As humans evolved over time, they embraced the values of living in company of other humans. This forms the basis of family and society today. With time, each member of society realized his/her own strengths and weaknesses and adapted to refining their skills. This led to specialization of work and job roles. As a side effect, it also led to uneven financial status among people.

Today, in our society many live without access to necessities like food, clean water, education, and basic health care. Lack of education also leads to lack of understanding of personal hygiene, opportunities, and rights for the individual. Along with this, the social status of girls and women has also evolved over time making them a ready target for multiple atrocities. This deprivation is more visible in the girl child of poor people. The discrimination against a girl child starts from the womb and continues till her death. Tragically, it is the reality of too many girls in India even after 70+ years of independence.

Have you ever wondered how it is to go without food for days on? Can we even begin to imagine how it must be to sleep on a bare floor in chilling winter nights? Or walk for miles barefoot to fetch drinking water? While it is hard to imagine even one of these scenarios for us, it is the fact of life for thousands of girls in India living under poverty. And they live all these scenarios and many more every day, day after day without any hope of a break.

Suffering of poverty-stricken girls is not only physical but also emotional. Many of these girls are deprived of any education leaving them vulnerable to ill designs of the evil minds. Some are married off too early and become mothers long before they are physically and mentally to handle parenthood. Lack of education also leads to lack of knowledge and understanding of their legal rights, leading to further victimization of the girls.

So, what change can improve the quality of life for a girl child? The most crucial and lasting impact can come from educating a girl child, especially a girl child from lower-income families.

While there is no doubt that governments at all levels must work towards creating the infrastructure that supports the education and upliftment of the girl child, there is a lot that remains undone. This is especially true for a country like India where the huge population growth has kept successive governments struggling for meager resources year after year. Under such circumstances, it becomes necessary for private citizens to come forward and share the burden.

But many people ask, *why should I do charity work?*

The answer to this question is very complex. Everyone is motivated by their own reasons but there are some common threads. Most people are guided toward social causes as it aligns with their values. They want to share their good fortune to remove social injustices and inequalities. Seeing one's parents indulge in social causes also motivates children to align towards social causes in their own life. It gives many a sense of purpose and achievement. And of course, it creates a better society for us all!

We, as private citizens, can contribute our time, expertise, and assets to bring about that much needed and desired change. And we all work together, then the impact will be much greater for sure. Putting together our combined strengths to work, we can achieve much larger goals than what we individually could ever do.

Pashchimi partnered with Children International to work towards betterment of the girl child in India. Children International has the experience of handling complex social projects on the ground while Pashchimi strives to collect funds to support such initiates. We have started with supporting 5 kids out of Bengal area in India, but our goal is to expand on this to take the number of supported children to 25 and beyond in near future.

To learn more, please email contact@pashchimi.org or check our website www.pashchimi.org

Life Is Fair... Actually!

Pinki Mukherjee

"Life is not fair!" said the 13 year old when she did not get the permission to stay out beyond 6 pm like her 16 year old elder brother. Kuheli looked at her dad with disbelief that he is the one who always told her that a girl can do everything!!!! Well actually no, it took some or rather quite some time for her dad to explain that it is really not him, but the society that looks at young women differently, and that God made us (women) weaker and yada yada yada... So I (Kuheli) believed in him and marched forward in life.

Started a new journey of staying on my own in Engineering College. Had a lot of fun/fear-filled days as everyone else, exploring a new world and really realizing what my dad meant by the rules of society. It was our second semester when I was really twiddling my thumb and trying to rack my brain even after studying really hard. It was the paper of mechanics, which I always found very difficult. So I started looking around in the hall to see how others are doing. There was Mr Gaurav, sitting next to the window. I spotted him pulling a match-box with a small thread, and then taking a paper out of the match box and then you can figure out the rest. What a classic example of applying "mechanics" to the mechanics paper. Of course when the results came, I barely managed to clear the paper, yet others with special aid managed to do better. I said to myself everything in life is so not fair and moved on.

Then came the campus interview time, when I faced the reality for the first time that staying in top three of the class and getting a job are two completely different ball games. I did not know so many things about appearing in interviews, facing group discussions, answering situational questions. Why didn't I know this? This is so unfair, why did I spend all my time reading course books? But my dad imbibed the fighting spirit in me and mom gave the self-analyzing capability. That kept me on track and finally managed to get through a job!! YES!!!

It took me a lot of time and analysis to balance and realize that Life IS fair. I was measuring the unfairness with what I could see or feel at the moment. During the teenage time, I learnt to grow up as an independent person even within the norms of a conservative society. That made me very strong internally. In those Engineering days, I learn to treasure my honesty and work harder to rise and shine. Maybe I did not get good grades in all the papers but what I learnt was pure. The job that I did get lastly taught me how important it is to change with the requirement. Trust me adaptability came in very handy at work later ☺

And the incident that brought me face to face with this reality was the one when I lost my best friend. I could count on her for everything; she was my helpline and knows almost all about me. I felt a huge void and complained to God that this is really unfair. But then now I have her with me forever, wherever I go. I don't have to travel long distance to see her, I can just close my eyes and see her and feel her next to me. Once this realization came, I told myself life is really fair. There is always something good hidden behind all the unfairness that we feel. We just need special eyes to see them. And something told me that this year Ma Durga would bestow upon each one of us a special eye if we just bowed in front of her.

Pandemic Travel and Bay Area Staycations

Sanchita Gupta De

When will things get to normal? When will we be able to go visit places? These were the questions coming to my mind after the pandemic forced us indoors since March. Like the majority of you reading this, our family is addicted to travel. Our past itineraries had taken us to several out of state and sometimes outside US destinations. Our trips within California had targeted the well known national parks, theme parks or at least well known tourist spots. The urge to strike out our bucket list left no scope to explore that neighborhood trail or admire the beauty of a local lake. This pandemic has made me realize the true meaning of Kobi Guru Rabidranath Thakur's "Dekha hoy nai chokkhu meliya Ekti dhaner shisher upore ekti shishir bindu". The poet explains that although he has visited numerous mountains, oceans and distant lands, he failed to notice that glistening dew drop on a crop right outside his home. It's a marvel how Tagore's writings are immortal and keep resonating across geographies and across times.

The first couple of months at the onset of pandemic had left us utterly confused while we tried to figure out the new normal. April passed by while we discovered new ways to keep us busy; we played lots of board games with our eighth grader son, did backyard camping, completed a few Do It Yourself projects at home. Slowly we started venturing out to nearby trails and parks. We always did our homework on the destination place in order to avoid crowded places.

Garin Regional park in east bay is a stone's throw away from our Fremont home but, alas, we had never taken this 15 min drive before. This park has adequate parking spots with a plethora of trails and is ideal for Covid situations. We went there on a Friday afternoon and crossed only a handful of folks in the trail. The trails vary in level of difficulty, we went up on a hill and enjoyed the breathtaking views of the bay. The sun was setting and the sky was filled with nature's color palette.

Little Yosemite in the Sunol wilderness area is another such hidden gem which I regretted having missed for so long. This natural beauty lies in the east bay hills. Of course, it does not offer views of Glacier Point or Half Dome as in Yosemite National Park but has gorgeous waterfalls and jaw dropping views of the hills. The scenic drive on CA 84 will make you forget the city hassle while promising a stunning view ahead. This park also has numerous trails, we hiked along Camp Ohlone trail. The trail starts after crossing a footbridge over Alameda creek and you can hear the spring running alongside the trail. I would recommend hats, sunglasses and water if you come during late hours in summer. You can check out more details along with a video on our blog site luvurpassion.com.

Redwoods National Park in northern CA is no doubt a famous attraction to see the giant redwoods. But to my surprise, there are seven redwood groves in the bay area itself. Purisima Creek Redwoods Open Preserve is a small detour on the way to Half Moon Bay. The pristine beauty of this area is amazing. A big worry going out during a pandemic is how to use the restrooms. We carried all sorts of gear including sanitizer bottles, toilet tissue, disposable toilet seat cover but it was so comforting to see how the parks were adhering to Covid guidelines and keeping the public places clean.

We hiked in redwood-filled Huddart County Park in San Mateo on the Labor day weekend. A heat wave had hit the bay area on that weekend and it was 95 degrees when we came back to the car after the hike. Although we hiked in the redwood shades and avoided the sun, it was quite exhausting. We had started off with our masks on but had to put it off during the uphill hike. Luckily, there were few other hikers. These trails seem to be more attractive for the bikers and we passed several groups inside as well as outside the park. The park also has numerous horseback trails. Though we did not see any horses, their remains proved their frequent trips on the trails.

Bear Creek Redwood Open Space Preserve in the Santa Cruz mountains was our next destination but the fires and smoke alerts put a halt to the plan.

Pinnacles National Park, a drive of an hour and half, is another such coveted place. We visited the park this year just before the pandemic started and would love to go again any day. Although it was re-designated from a National Monument to a National Park in 2013, it still belongs to the lesser known Californian parks, shadowed by the big giants Yosemite, Redwoods, Death Valley and the likes. This park is situated in Salinas valley in Central California. Volcanic eruptions millions of years back created the unique rock formations and caves in the park. We hiked moderately difficult Moses Spring trail. It is a 1.8 mile loop trail with 400 feet elevation gain that goes through Bear Gulch caves to the reservoir and back. This video is also posted on our site luvurpassion.com.

Another magnificent discovery during these times was the quiet little town of Arnold in Stanislaus National Forest, a two hours drive from home. We started early on a Saturday, our destination being the White Pines Lake. Arnold is in Calaveras county on the eastern side of Stockton. The lake was not so crowded and we enjoyed the serene beauty while picnicking on our packed lunch. The area boasts of California Caverns which is a miniature version of Shasta caverns. The cave can be seen by guided tours only but those were closed during the pandemic. We did not get enough time to explore Calaveras Big Trees State Park but will definitely go back some day.

Valedictorian Speech, WhatsApp University, Class of 2020

Sudipta Chatterjee

Author's Note: The following is a transcript of the valedictorian speech which was delivered by the top ranked graduate from WhatsApp University, 2020.

My fellow devouts, idealist numbskulls, and meme gamers,

I stand before you today, as a proud graduate of WhatsApp University. You have toiled with me by forwarding innumerable solid facts (#OthersCallItFakeNews), you have fiercely defended the "truthiness" of videos you have received from others, and definitely cursed WhatsApp for not allowing us to forward the same message to more than five people. To that end, and looking at the innumerable people whose opinions we have changed via civil discourse over the internet, I say - well done!

I am reminded of the immortal words of Finley Peter Dunne that we read at the very beginning of our curriculum, "A fanatic is a man that does what he thinks the Lord would do if He knew the facts of the case." The next time someone calls you a fanatic, wear that badge with honor. You do it with the same elan with which we've come to embrace being called devouts. We must continue to immediately act on any facts we learn from our beloved WhatsApp. If Coronavirus was cooked in your local city's Chinatown, if bovine flesh is being illegally traded - we must gather our pitchforks, humble tridents, and rush to the rescue of said victim to mete out punishment to those responsible. In fact, as we've practiced so far, remember to go beyond teaching a man to fish - teach them a lesson they are unlikely to forget anytime soon! Never, I repeat, never accept justice from the law while vengeance remains an option for a perceived insult. All hail our team of self-appointed vigilantes!

Remember, you are the victim here. No matter what the lamestream media says, we know that there is a grand conspiracy going on where all the big tech companies, the media empires, the soap operas, and even the cartoons are in on it! We are persecuted for propagating things we just feel in our bones to be true, or for forwarding messages that we just so desperately want to be true. These so-called editors and journalists just give us truth-purveyors a bad name. The educated intelligentsia say that we represent divisive, fundamentalist, orthodox viewpoints, but we are the true global citizens! Our fake news messages penetrate everywhere and everything from American cities to the villages of rural India. Naysayers may accuse us that our posts stand for violence and hatred, but our true intent is to disburse morsels of peace because we believe in the motto, "might is right". We alone know what is true, and it all comes from the holiest of holey holy sources of information, you know the name I am talking about - come on now... "WHATSAPP"!! Always remember our motto, "WhatsApp University: where facts are not facts and truth isn't true".

Live reporter's note: at this point the virtual hall burst into applause and one could see many flying spaghetti monsters atop winged chariots.

But I must warn you, there are those who lurk among us who wish to take us down. These fact-checkers and self-appointed sleuths who wish to dig deep into any story or forwarded message we send to them. I can hear you groan in the audience; believe me - I detest them too! I wish I could tell you what they can gain out of creating nuisance like this - by seeking the truth. Always tell these people that we see proof of our belief everywhere. Ask them to explain how the three-eyed babies are born by eating too much yogurt, and how it is common in Africa to eat elephant poo to gain virile strength and fertility! Ask them, I tell you, if they can explain how ancient civilizations like ours were able to fly to the moon, have trans-cranial brain transplants and achieve so much winning (in science)! They cannot as usual... they'll scoff at our breadth of knowledge. We, the graduates of WhatsApp university must live and die by our adage by Mark Twain: "Never let the truth come in the way of a good story".

Recipe Section: Kolkata-Style Mutton Biryani

Debapriya Banerjee

For more similar recipes visit www.hurryupmom.com

Kolkata has a distinct place in the world of biryanis, with its very lightly spiced yakhni compared biryanis from other parts of India. The main distinction being the potatoes cooked with the yakhni cropping up in the biryani. The nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, originally based out of Lucknow, India took refuge to Kolkata after British empire annexed Awadh. Nawab brought the Awadhi style of cooking biryani to Kolkata. Nawab always encouraged his chefs to experiment with the food. At that time potatoes started to be harvested in India and Nawab's chef brought in the unique distinction of adding potatoes, cooked in the yakhni and it was served to nobles of the Nawab. That's how it became a tradition of Kolkata biryani.

Living in USA for last 18 years, I am always searching for biryani that matches the Kolkata style biryani. South Indian biryani or Pakistani biryani is quite easily available, but it is rare or almost impossible to find Kolkata style biryani. I used to make biryani with Shaan Pilau biryani masala in the past, which was close to Kolkata style biryani. But Shaan rebranded their spices few years back and the same Pilau biryani masala is not available anymore in the market. So, I started my journey of trying out making biryani at home with my own homemade biryani masala.

After trying it out a few times, now I have a solid recipe and a process for making the Kolkata style biryani with potatoes, cooked with lightly spiced yakhni. The entire process takes me two and a half hours, but at the end of it, enjoying the biryani with the family is hugely gratifying. It involves following six steps

1. Make the biryani spice (Biryani masala)

This is the spice mix that holds all the secret ingredients. The yakhni is cooked with this spice mix. To make the spice, roast dry spices - cinnamon, green cardamom, black cardamom, cloves, nutmeg (jaiphal), mace (javitri), caraway seed (shah jeera), fennel seed, black pepper, star anises. Once the roasted spice mix cools down, grind the spice mix to make a powder.

2. Make the birista (caramelized fried onion)

Birista, the caramelized fried onion is an important component of the biryani. So, I recommend to make the birista at the very beginning. To make the birista, slice the onion and fry it in ghee (purified butter).

3. Marinate and cook the meat

Marinate the mutton (preferred meat) for 30 minutes with ginger, garlic paste, yogurt, salt, biryani masala, red chili powder, ground black pepper. Peel and cut the potatoes in half and add a bit of yellow food color. Heat oil fry the potatoes and then fry the meat for 5 minutes. Then transfer the meat and the potatoes in instant pot or pressure cooker. Mix a part of the birista with the mutton and potatoes and pressure cook the mixture. In instant pot, it takes 15 minutes of manual pressure cooking to cook the mutton. Once the mutton is cooked, keep one cup of stock (yakhni) and store the rest of the stock.

4. Cook the rice

Soak the basmati rice in water for 30 minutes. I recommend the ratio of meat and rice to be 2:1, that means for 1 kg of meat, add 500 gas of rice. Put the dry spices (cinnamon, green cardamom, cloves, nutmeg. mace) in a cheese cloth and tie it up. In a pot of water, add salt, the spices tied up in the cheese cloth and let the water come to boil. Once water starts boiling, add the rice in the water. Let the rice cook up to 80% and drain the water.

5. Final assembly

We are at the final, but most important stage of making biryani. Many ingredients to be used in this stage. I recommend gathering each of the ingredients in small bowls before starting the assembling process. Ingredients needed for assembling are

1. cooked meat, potatoes
2. 1 cup of remaining yakhni (mutton stock)
3. 80% cooked rice
4. boiled eggs
5. barista
6. biryani masala
7. grated khoa kheer
8. aloo bukhara
9. lemon juice
10. ghee and butter
11. saffron and yellow food color mixed in milk
12. Kewra water and rose water mixed in milk

Grease a pan with ghee, add a layer of meat, potatoes and boiled egg. Sprinkle 1 tsp of biryani masala on top of the meat. Add a layer of rice. On top of the rice sprinkle half the amount of khoa kheer, lemon juice, ghee, saffron/ yellow food color, Kewra and rose water, aloo bukhara and birista. Now repeat the layers one more time.

6. Final Dum-Phukt (Steaming)

Heat the oven to 350-degree F. Close the lid of the pan where the biryani has been assembled. Traditionally the lid is closed with a dough of flour so that the steam cannot go out and the aroma of yakhni, saffron and all the ingredients stay inside and cooked together. Cook with the closed lid in the oven at least for 30 minutes. You can cook it for longer in lower heat and it is highly recommended

Finally take out the biryani from the oven, mix the meat and rice together and serve it with raita.

Recipe Card

Ingredients

For Biryani Masala (dry spices)

1. 6 green cardamom
2. 1 big black cardamom
3. 3/4 tsp cloves
4. 4 pieces of cinnamon sticks
5. 1/2 tsp black pepper
6. 1-star anise
7. 1 nutmeg
8. 1/2 tsp javitri or mace
9. 2 tsp fennel
10. 2 tsp shah jeera or caraway seed

For Birista

1. 1 large onion
2. 2 tbsp ghee

For the meat

1. 2 lb. mutton
2. 4 tbsp yogurt
3. 3 tbsp biryani masala
4. 1/2 tsp red chili powder
5. 1 tsp ground black pepper
6. 1 tsp salt
7. 1 and 1/2 tbsp ginger paste
8. 1 and 1/2 tbsp garlic paste
9. 3 tbsp birista
10. 4 potatoes
11. 1 black cardamom
12. 1-star anise
13. 1/2 nutmeg (jaiphol)

For rice

1. 500 gm rice (rice : meat = 1:2)
2. 3 tbsp salt
3. whole spice - 2 sticks of cinnamon, 3green cardamom, 1/2 tsp cloves, 1/2 nutmeg, 1/4 tsp javitri

Final assembly

1. Cooked mutton
2. 1 cup mutton stock
3. 80% Cooked rice
4. 1 cup grated khoya kheer
5. 2 tsp biryani masala
6. Remaining Birista
7. 8 pieces of aloo bukhara
8. 2 tbsp lemon juice
9. two pinches of saffron and two pinches of yellow food color mixed with 2 tbsp milk
10. 2 tsp Keira water, 2 tsp rose water mixed with 2 tbsp milk
11. 1 tbsp butter and 3 tbsp ghee
12. 6 boiled eggs

Instructions

How to make biryani masala

- Lightly roast all the spices and grind it to powder in a grinder

How to make birista

- Heat 2 tbsp of ghee and fry the sliced onion

How to cook the meat

1. Add ginger, garlic, yogurt salt, red chili powder, black pepper powder and marinate the meat for 30 min
2. Peel and cut the potatoes in halves
3. Add 2 pinches of yellow food color to the potatoes
4. Pour 4 tbsp oil in a pan, heat the oil,
5. Add the potatoes and fry to for 2 minutes and keep it aside
6. Add the black cardamom, nutmeg and star anise in the oil
7. Add the marinated meat and fry it for 5 minutes.
8. Transfer the meat and potatoes in instant pot or pressure cooker. Add the birista to the meat
9. If cooking in instant pot, add 1 cup water and cook for 15 min.
10. After cooking 1 cup of stock (yakhni) should be left

How to cook the rice

1. Wash the rice
2. Put the dry spices in a cheese cloth and drop it in the pan full if boiling water
3. Add salt
4. When the water starts to boil, add rice
5. When the rice is 80% cooked, drain the water

Final assembly

1. Grease an aluminum foil or glass bowl that can be put inside oven with tsp of ghee
2. Add half the meet, potatoes and 1/2 cup of the mutton stock
3. Cut the boiled eggs in half and add half the amount of boiled eggs
4. Add 1 tsp of biryani masala
5. Add half the rice
6. Add 1/2 cup of the khoya cheer
7. Add 1 tsp of lemon juice
8. Add 2 tbsp of ghee and butter mixture
9. Add half the milk mixed with saffron and food color
10. Add half the milk mixed with Keira water and rose color
11. Add 4 pieces of aloo bukhara
12. Add half the birista
13. Repeat another layer of meat and rice

Final cooking

1. Pre-heat oven at 350-degree F
2. Cover the biryani with aluminum foil and cook it for 30 min

Art Corner

Art Piece: Navratri Contributor: Isha Deokule

Contributor: Anya Chatterjee (Age: 17 years)

Contributor: Anya Chatterjee (Age: 17 years)

Art Piece: Sudden Weather Change Contributor: Tanushaa Bandyopadhyay (Age: 11 years, Grade: 6)

Art Piece: Black Lives Matter Contributor: Tanushaa Bandyopadhyay (Age: 11 years, Grade: 6)

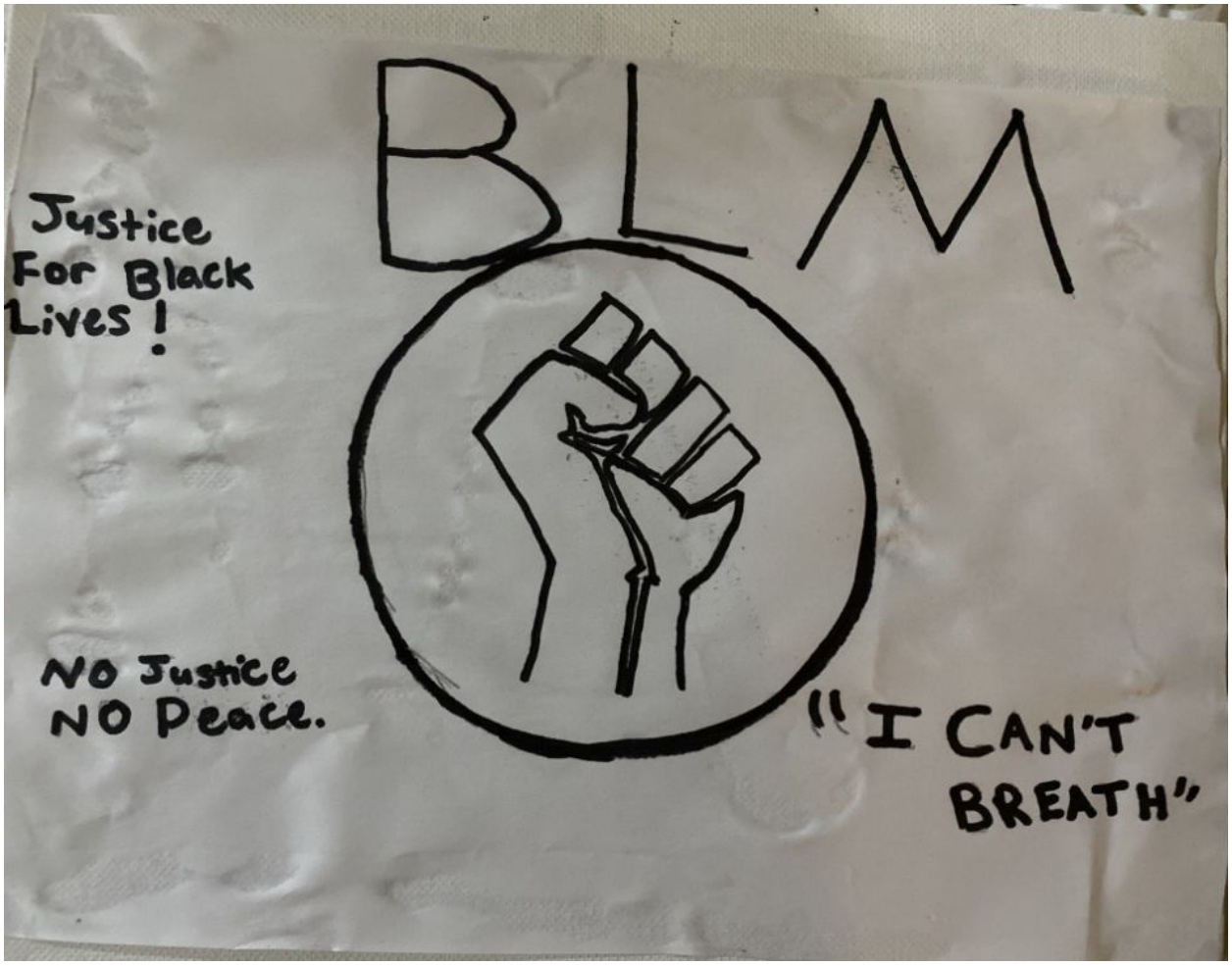

Art Piece: My Grandma and Me Contributor: Nivaan Gupta (Age: 5 years)

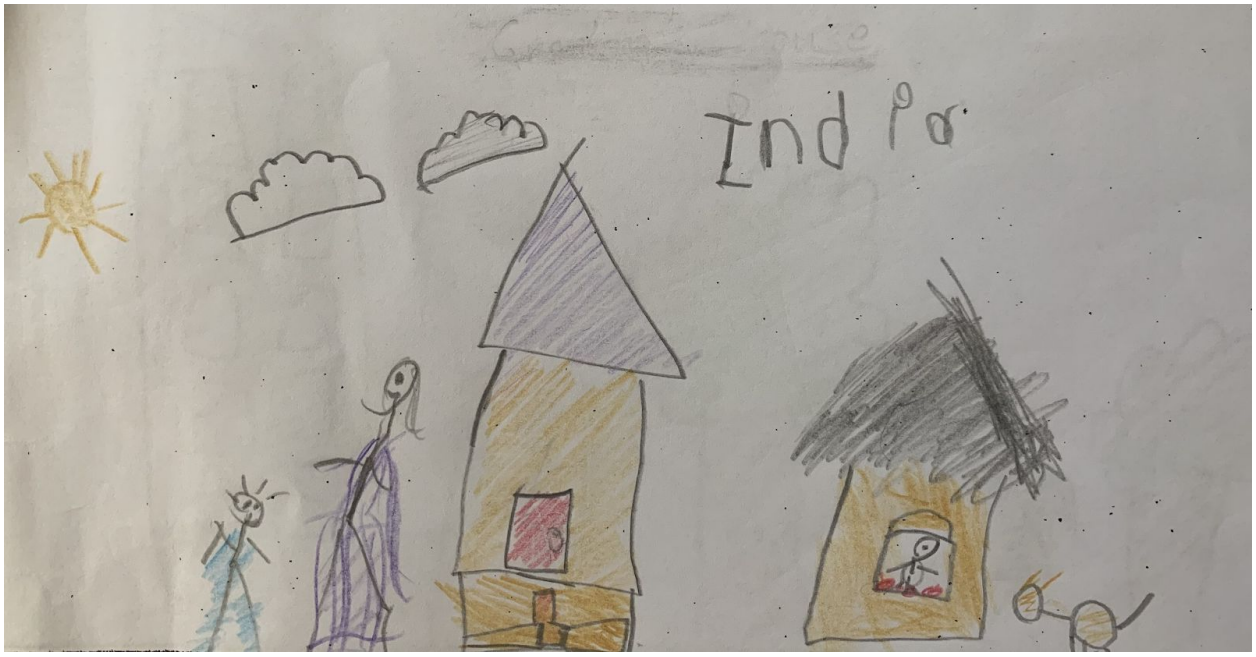

Contributor: Tanishka Bhattacharya (Age: 9 years)

Art Piece: The Most Beautiful Moment in Life Contributor: Priyanka Sen (Age: 13 years)